দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... FEB. 0 1 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

33

আজকের সব ক্লাস স্থগিত ঘোষণা

রাজশাহী কলেজ ক্যাম্পাস ফের রণক্ষেত্র ॥ গুলি বোমা, আহত ২০

রাজশাহী, ৩১ জানুয়ারি (সংবাদদাতা) ॥ সোমবার দুপুরে রাজশাহী কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ (বা-অ) বনাম ছাত্রদল ও শিবির কর্মীদের ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে সোনাদীঘির মোড় থেকে জাদুঘর মোড় পর্যন্ত পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময়

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

রাজশাহী কলেজ

(প্রথম পাতার পর)

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়কে এক ঘণ্টার জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সংঘর্ষের পর কলেজ স্টাফ কাউন্সিলের এক জরুরী সভায় মঙ্গলবারের সকল ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সংঘর্ষের ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল একে অপরকে দায়ী করেছে। নগরীতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিকালে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ (বা-অ) তাদের ওপর হামলার জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরকে দায়ী করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, হামলায় কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আবদুল মোমিনসহ অন্তত ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। আহতদের স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। তবে কেউ হাসপাতালে যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রবিবারের সংঘর্ষের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (বা-অ) কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং প্রশাসন ভবনের সামনে সমাবেশ শেষে দলীয় টেন্টের দিকে যায়। এদিকে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির পৃথক জঙ্গী মিছিল নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মিছিল দু'টি প্রতিদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে ছাত্রলীগের (বা-অ) দলীয় টেন্টের নিকট দিয়ে কলেজ মাঠের দিকে যাচ্ছিল। ছাত্রদলের মিছিলটি ছাত্রলীগের টেন্টের নিকট দিয়ে যাবার সময় মিছিল থেকে একটি শক্তিশালী ককটেল বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে কলেজ ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ব্যাপক বোমাবাজির মধ্য দিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এরই এক পর্যায়ে ছাত্রশিবির ছাত্রদলের পক্ষে ছাত্রলীগের ওপর হামলা শুরু করলে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। মুহূর্তের মধ্যে এ সংঘর্ষ কলেজ ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী সোনাদীঘির মোড় ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর মোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে কলেজ মাঠে অনুষ্ঠানরত জিয়া স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা দেখতে আসা কয়েক হাজার দর্শক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি করতে থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়, ছাত্রলীগ কলেজ ক্যাম্পাস ও দরগাপাড়া এলাকায়, ছাত্রদল নগর ভবনের সামনে সোনাদীঘির মোড় এলাকায় এবং ছাত্রশিবির বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এলাকায় অবস্থান নিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এ পর্যায়ে কয়েক শ' দাঙ্গা পুলিশ কলেজ ক্যাম্পস এলাকায় প্রবেশ করে লাঠিচার্জ ছাড়াও টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করলে সংঘর্ষে লিপ্তরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

পুলিশ বলেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করতে হয়েছে। এদিকে সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা কলেজের হিন্দু হোস্টেলে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের নাম ধরে খুঁজতে থাকে। এ সময় পুলিশী বাধার মুখে শিবির ক্যাডাররা পিছু হটে গিয়ে পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। আশপাশে অবস্থানরত ছাত্রদলের কর্মীরাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে পুলিশকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানিয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে স্টাফ কাউন্সিলের জরুরী সভায় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠান এবং মাস্টার্স পূর্বভাগ ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রলীগের সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, রবিবার ছাত্রলীগ কর্মী মারুফের ওপর হামলাকারীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হামলা চালিয়েছে। এ ব্যাপারে বোয়ালিয়া থানায় মামলা করা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি বলেও অভিযোগ করা হয়। ওদিকে ছাত্রদল এই সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। তারা অভিযোগ করেছে, ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদল নেতা সুইটসহ আরও কয়েকজন আহত হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রদল বিকালে নগরীতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করেছে।